যুগান্তর

তারিখ 27 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

জাল সনদে শিক্ষকতা

শিক্ষকদের ন্যায়নিষ্ঠ হতে হবে

বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় অনেক শিক্ষক জাল নিবন্ধন সনদে নিয়োগ পাচ্ছেন বলে জানা গেছে। শুধু তাই নয়, অনেকের শিক্ষাগত যোগ্যতাসংক্রান্ত সনদও নাকি জাল! জাল সনদে নিয়োগ পেলেও তাদের প্রায় সবাই সরকারি বেতন-ভাতা বা এমপিও পেয়েছেন। বিষয়টি বিস্ময়কর বৈকি! নিয়ম অনুযায়ী নিয়োগ থেকে শুরু করে এমপিও গ্রহণ পর্যন্ত একজন ব্যক্তির কাগজপত্র অন্তত ১০ ধাপে নিরীক্ষা হওয়ার কথা। এতগুলো ধাপ পাড়ি দিয়ে একজন জাল সনদধারীর নিয়োগ ও এমপিও পাওয়ার ঘটনা কীভাবে ঘটল, তার সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া জরুরি। কোন কোন স্তরে অনিয়ম ও দুর্নীতি হচ্ছে, তা চিহ্নিত করে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকার অবশ্য সনদ জালিয়াতি ও দুর্নীতি রোধে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়োগ ব্যবস্থা চালু করেছে। আমরা আশা করব, এর ফলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিরাজমান অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ হবে।

বেসরকারি স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের নিবন্ধন সনদ অর্জন করতে হয়। এজন্য এনটিআরসিএ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার আয়োজন করে। এতে উত্তীর্ণরাই শুধু নিয়োগের যোগ্যতা অর্জন করেন। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সনদ দেয়ার পর তাদের নিয়ে তালিকা তৈরি হয়। এ তালিকা থেকে বেসরকারি স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের শূন্য পদে নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে। বস্তুত ২০০৫ সাল থেকে নিবন্ধন সনদ বাধ্যতামূলক করার পর থেকেই সনদ জাল করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। উদ্বেগের বিষয় হল, শুধু নিবন্ধন সনদ নয়, সারা দেশে প্রায় ৩০ হাজার এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে অনেকে জাল শিক্ষাগত সনদে চাকরি করছেন। অভিযোগ রয়েছে, বাইরের দালাল চক্রের সঙ্গে মাউশির প্রধান ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী ও এনটিআরসিএ'র কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে জাল সনদ বিক্রির সিন্ডিকেট।

দেশে শুধু জাল শিক্ষক নিবন্ধন সনদ সহজলভ্য নয়; প্রতারক চক্র বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজের সার্টিফিকেট ছাড়াও ভুয়া জাতীয় পরিচয়পত্রসহ বিভিন্ন পেশার আইডি কার্ড জাল করছে। মেধা ও কাজের স্বীকৃতি হিসেবে যে সার্টিফিকেট অথবা পরিচয়পত্র মেলে, টাকা দিলেই তা যদি মুড়ি-মুড়কির মতো যত্রতত্র পাওয়া যায়, তবে এর চেয়ে দুঃখজনক আর কী হতে পারে? প্রতারক চক্রের বিরুদ্ধে আইনশৃংখলা বাহিনী মাঝেমধ্যে অভিযান চালালেও পরিস্থিতির কোনো হেরফের হচ্ছে না। অভিযোগ রয়েছে, প্রতারক চক্রের উপার্জিত অর্থের ভাগ পুলিশসহ প্রশাসনের অন্য কর্তব্যক্তিরাও নাকি পেয়ে থাকে। ভাগ-বাটোয়ারার এ সংস্কৃতি বন্ধ না হলে এ ধরনের প্রতারণা বন্ধ হবে না। শক্ত হাতে এসব প্রতিরোধ করতে হবে। ভুয়া সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে যারা চাকরির বৈতরণী পার হয়, মেধার দিক থেকে তারা যে মোটেই যোগ্য নয়, তা বলাই বাহুল্য। জাল বা ভুয়া সনদের মাধ্যমে অযোগ্য বা মেধাহীন লোকেরা যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন গেড়ে বসে, তবে তার ফল কখনোই শুভ হবে না। শিক্ষকরা হচ্ছেন জ্ঞান ও বিদ্যাদাতা। জাতির মানসলোকে জ্ঞান-প্রদীপ প্রজ্বলনে তাদের রয়েছে বিশাল ভূমিকা। মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকদের কাছে দেশবাসী দায়িত্বশীল, ন্যায়নিষ্ঠ ও উন্নত মানসিকতা প্রত্যাশা করে। একজন শিক্ষক যদি জাল-জালিয়াতির আশ্রয় নেন, তাহলে শিক্ষার্থীরা তার কাছে কী শিখবে?